



140011 - মক্কার সাথে চন্দ্রের উদয়স্থল ভিন্ন এমন দেশে যিনি অবস্থান করছেন তিনি কিভাবে আরাফার দিন দোয়া করবেন?

প্রশ্ন

ঈদুল আযহা সম্পর্কিত একটি অভিমতের ব্যাপারে আমি পরিশোণীতে আছি। যে অভিমতটি আমি আপনাদের ওয়েবসাইটে পড়ছি। সেটা হল, হজ্জে যাননি এমন ব্যক্তিদের মধ্যে যারা স্থানীয় চাঁদ দেখাকে অনুসরণ করলে তাদের ৯ ই যলিহজ্জের রোযা রাখাটা সৌদি আরবে ৯ ই যলিহজ্জের সাথে পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে। উদাহরণতঃ হতে পারে বুটনে যে দিন ৯ ই যলিহজ্জের রোযার দিন সৌদি আরবে ১০ ই যলিহজ্জের ঈদের দিন। আমি নিম্নোক্ত বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করছি। আমি এক বইতে পড়ছি যে, আপনাকে আরাফার দিন (৯ ই যলিহজ্জ) দোয়া করতে হবে যতোবে হাজীগণ করে থাকেন এবং আপনি তাদের সাথে একই সময়ে সৌদি করবেন। এ বিষয়টি সহজ হয়ে যায় যদি সকল মুসলমানের জন্য ঈদের দিন এক হয়। যদি স্থানীয় চাঁদ দেখাকে অনুসরণ করা হয় তাহলে পূর্বোক্ত আমল কিভাবে বাস্তবায়ন করা যতো পারে। কারণ সবসময়ই ৯ ই তারিখি আলাদা দিনে হবে। আপনি দোয়া শেষ করলে সৌদি আরবে ৯ তারিখি নয় এমন দিনে। অতএব, আপনি তো হাজীদের সাথে একই সময়ে দোয়া করতে পারেন না। আমরা যদি বলি যে, সৌদি আরবে যে দিন আরাফা ও ৯ তারিখি সে দিন দোয়া করার কথা, তাহলে স্থানীয় চাঁদ দেখা অনুসরণ করলে বুটনে সে দিন ৮ তারিখি। তো হাজীদের সাথে একই সময়ে দোয়া করার জন্য সৌদি দোয়া করা হবে; যদিও সৌদি বুটনে ৮ তারিখি হোক না কেন? নাকি ৯ তারিখি জন্ম অপেক্ষা করতে হবে? যতোবেই করা হোক না কেন মিলি তো হচ্ছে না। যতোতে বুটনে যদিন ৯ তারিখি সৌদিতে সৌদি ১০ তারিখি। আশা করি আপনারা আমার প্রশ্নটি বুঝছেন। জাযাকুমুল্লাহু খাইরা।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আরাফার দিন ও সে দিনের রোযা যলিহজ্জ মাসের ৯ তারিখি রাখতে হয়। প্রত্যেকে দেশে যলিহজ্জ মাসের চাঁদ দেখা অনুযায়ী তাদের দিন নির্ধারণ করা হবে। উদাহরণতঃ হতে পারে মক্কাবাসীদের কাছে আরাফার দিন বৃষ্টিপতবারি, কিন্তু অন্যদের কাছে বুধবার বা শনিবারে। চন্দ্রের উদয়স্থল যদি আলাদা আলাদা হয় সেক্ষেত্রে মক্কাবাসীদেরকে অনুসরণ করা অনাবিহ্য নয়। আলমেগণের অভিমতগুলোর মধ্যে এটাই অগ্রগণ্য যে, চন্দ্রের উদয়স্থল ভিন্ন হলে প্রত্যেকে দেশের চাঁদ দেখাও আলাদা।



বুটনেরে মুসলমানদরে মাঝে যদি চাঁদ দেখোর উদ্যোগে থাকে তাহলে সেখানরে মুসলমানদরে কর্তব্য তাদরে চাঁদ দেখোকো অনুসরণ করা। আর যদি সটো না থাকে তাহলে তারা তাদরে পার্শ্ববর্তী দেশেরে অনুসরণ করবে। আরও জানতে দেখুন: 40720 নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

আরাফার দিনরে দোয়ার রয়ছে মহান ফযলিত। যহেতে আব্দুল্লাহ বনি আমর বনি আস (রাঃ) এর হাদসি এসছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: "সর্বোত্তম দোয়া হছে আরাফার দিনরে দোয়া। আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ সর্বোত্তম যে দোয়াটি করছে সটো হছে।"

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থ- নহে কোন সত্য উপাস্য এক আল্লাহ ছাড়া। তাঁর কোন শরীক নহে। রাজত্ব তাঁর জন্ম। সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্ম। তিনি সর্ববিশিষ্টে ক্ষমতাবান। "[সুনানে তরিমযি (৩৫৮৫), আলবানী 'সহীহু তারগীব' গ্রন্থে (১৫৩৬) হাদসিটিকে 'হাসান' বলছেন]

এই ফযলিত যারা আরাফার ময়দানে উপস্থিতি তাদরে জন্ম খাস; নাকি অন্য সকলরে জন্ম আম?

এ বিষয়ে আলমেদরে মাঝে মতভেদে রয়ছে। ইতপূর্বে 70282 নং প্রশ্নোত্তরে সে বিষয়টি তুলে ধরা হয়ছে।

যদি বলা এ ফযলিত সকলরে জন্ম আম; সক্ষেত্রে ইতপূর্বে যে আলোচনা করা হয়ছে সটো প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ প্রত্যেকে তার দেশে চাঁদ দেখোর ভিত্তিতে ৯ ই যলিহজ্জ দোয়া করবে; যদি হাজীসাহবেগণ আগরে দিনি আরাফাতে অবস্থান করে থাকনে কথিবা পররে দিনি অবস্থান করবনে এমন হয় তবুও।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।